★ কমনওয়েলথ সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য—★

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বজায় রাখা ও বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] সোমবার, ১৫ই কার্তিক ১৩৫৫, ১লা নভেম্বর ১৯৪৮ [মূল্য—দুই আনা

নেতাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বৃটীশ সাম্রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য বিলাতে অবস্থানকালে মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি হইতে আরম্ভ করিয়া অভিজাত শ্রমিক প্রধান এট্‌লি সাহেবের মুখ হইতে মানপত্র, অভিনন্দন এবং প্রশংসার যে চাপ সহিতে হইয়াছে তাহাতে যে কোন ভদ্রলোকেরই মাথা খারাপ হইয়া যাইবার কথা, নেহাত পণ্ডিতজীর ভারতীয় তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির নিকট হইতে অনুরূপ প্রশস্তি শুনিবার অভ্যাস আছে বলিয়া এই যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বাঁচিয়া তিনি গেলেন সন্দেহ নাই কিন্তু জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়িয়া গেল। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই কেবলমাত্র চোখে পড়িবে কে কিভাবে কতটা পরিমাণে আপ্যায়িত করিয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ ও টিকা সমেত তাহা। নয়া দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট হইতে সুদূর পল্লীগ্রামের কংগ্রেস কুটীর পর্যন্ত সর্বত্রই এই সকল সংবাদের চিৎপুরী, বাগবাজারী, বোম্বাই পাটনাই প্রভৃতি ব্যাখ্যায় মুখরিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও কোন্ দুঢ় উদ্দেশ্যে যাহা বৃটীশ সিংহ কালা ভারতীয়দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের মূল লক্ষ্য যে, ভারতীয় জনসাধারণকে আবার নূতন করিয়া ভালভাবে শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা হইতেছে কিনা তাহার কোন আলোচনাই হয় নাই।

কংগ্রেসী নেতাদের ধাপ্পাবাজী

না হইবারই কথা। কারণ ভারতে যে টাটা বিড়লা রাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করিবার জন্য ভারতবর্ষের বৃটীশ কমনওয়েলথে থাকা প্রয়োজন এবং এই বিড়লা, টাটা ডালমিয়া প্রভৃতি পুঁজিপতিরাই ভারতের প্রায় সব কয়টা পত্রিকার মালিক। ১৯২৮ সালের সায়মন-কমিশনের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া ১৯২৯ সালে করাচী কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে জাতির লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল পূর্ণ স্বরাজ, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস নহে। অথচ আজ পণ্ডিতজী হইতে আরম্ভ করিয়া বিড়লাজী পর্যন্ত সকলেই জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে পূর্ণ স্বরাজ ও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য নাই। শুধু তাহাই নহে ভারতীয় পার্লামেণ্টে কংগ্রেসী দল জানাইয়া দিয়াছেন—"অতীতে বৃটেনের সহিত ভারতের যে রকম সম্পর্ক ছিল তাহাকে তাহার পক্ষে এখন বৃটেন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভবপর নহে।" অতীতে বৃটেনের সহিত ভারতের সম্পর্ক ছিল শাসকের সহিত শাসিতের, শোষকের সহিত শোষিতের সম্পর্ক। তাহার জন্য বৃটীশ কমনওয়েলথের সহিত যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে ইহার কোন কারণ নাই বরং ভারতীয় ধনিক শ্রেণী সেই সম্পর্ক বাঁচাইয়া রাখিতে চায় জনসাধারণকে ভালভাবে শোষণ করিবার জন্য ইহাই হইল আসল কথা। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়া ভারতীয় ধনিক শ্রেণী শোষণ বিষয়ে যেটুকু অধিকার লাভ করিয়াছে বর্তমানের আমেরিকান একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় তাহা অপেক্ষা অধিকভাবে শোষণ করিবার উপায় ও শক্তি তাহার নাই। বরং শোষণের ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে চাহিলে সাম্রাজ্যবাদীর সহিত হাত মিলাইবার একান্ত দরকার। সুতরাং ভারতীয় পুঁজিপতিদের নিকট পূর্ণ স্বরাজ ও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু জনসাধারণের বেলায় তাহা সত্য নহে। ভারতবাসী বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল ভালভাবে খাইয়া পরিয়া মানুষের মত স্বাধীনভাবে বাঁচিতে অথচ সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগিতায় পুঁজিপতিরা যে শাসন চালাইয়াছে ভারতবর্ষে তাহাতে জনসাধারণের শোষণের মাত্রা বাড়িয়াই গিয়াছে—সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের স্থলে চাপিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, ফলে বৃটিশ আমলে যে দুঃখকষ্ট, অভাব অনটনে তাহাদিগকে জর্জরিত হইতে হইত, তাহা হইতে নিষ্কৃতি তো মেলে নাই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়িয়াই গিয়াছে। এই কারণেই দারিদ্র্য পীড়িত মেহনৎকারী ভারতবাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহিতেই পারে না। জনতার এই মনোভাবের কথা কংগ্রেসী নেতারা ভালভাবে জানেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে তাঁহারা অবিশ্বাস করেন, ভয় করেন। তাহারই জন্য যত বেআইনী ফ্যাসিবাদী আইন ও অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ। এই একই কারণে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য ও অফিসারদের সেনা বিভাগে লইতে বাধা, নৌবিদ্রোহীদের সরকারী চাকুরী হবে না। অথচ ছয়শত বৃটিশ অফিসারকে সামরিক বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছে, আগষ্ট আন্দোলনের সময় সংগ্রামী জনসাধারণের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করার ফলে দণ্ডিত গুর্খাদের আজও মুক্তি হয় নাই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্যকারী অফিসার গোষ্ঠির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান চাকুরীর বিশেষ গুণ বলিয়া ধার্য হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী সংকট হইতে বাঁচিবার জন্য আবার যুদ্ধ

বৃটিশ কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইল তাহাতে ১। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্যা এবং ঐ অঞ্চলের কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের শক্তির পরিমাণ, ২। বৃটিশ কমনওয়েলথের সর্বাত্মক রণকৌশল পরিকল্পনা এবং ৩। পশ্চিমী সংঘ, বৃটিশ কমনওয়েলথ ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে। একে একে বিচার করিয়া দেখা যাক ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাহার চূড়ান্ত সংকট হইতে বাঁচাইবার জন্যই যে এই সম্মেলন ডাকা হইয়াছে তাহা আলোচিত বিষয়গুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইবার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে সংকট দেখা দিয়াছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই আজ পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। পূর্ব বা পশ্চিম ইউরোপে তাহার নেতৃত্ব কোথাও নাই। মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকার দেশগুলিকে ধীরে ধীরে আমেরিকার ডলার সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়িতে হইতেছে, প্রাচ্যের দেশগুলিতে গণ-আন্দোলনের বন্যায় সাম্রাজ্যবাদের আসন টলিয়া উঠিয়াছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তির মুখে নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে টিকাইবার চেষ্টা অন্যদিকে প্রাচ্যের দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বপুঁজিবাদের ঘাঁটিকে দৃঢ় করা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্যই ডাক পড়িয়াছে বৃটিশ কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীদের।

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

—অন্যান্য পৃষ্ঠায় দেখুন।

- হায়দরাবাদ অভিযান
- সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টা
- টি ইউ সির ঐক্য রক্ষা
- কংগ্রেস নেতৃত্ব বিপ্লব-বিরোধী
- সমাজতন্ত্রে মুক্তি কাকে বলে
- "সর্বহারা বিপ্লব শিবিরের" কর্মসূচী

ও অন্যান্য সংবাদ

★ সংগ্রামী প্রজা সাধারণকে নিশ্চিহ্ন করিয়া নিজামশাহী ★

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিকট নিজামী সৈন্য ও রাজাকার দলের আত্মসমর্পণের পর সারা ভারতবর্ষ আশা করিয়াছিল বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় আশ্রিত ও বর্দ্ধিত ভারতীয় সামন্ত গোষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল নিজামের পতন ঘটিবে। যে অত্যাচারী শাসকের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সাহায্যে রাজাকার দলের অমানুষিক পৈশাচিকতায় হায়দরাবাদের শত সহস্র নিরীহ অধিবাসী প্রাণ দিয়াছে, অসংখ্য নারী নির্য্যাতিত ও ধর্ষিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে, লক্ষ্য লক্ষ্য প্রজা লুণ্ঠন ও গৃহদাহে, অন্নহীন গৃহহারা সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে তাহার সহিত কোন আপোষের কথাও কল্পনা করিতে পারে নাই ভারতবাসী। জনতা চাহিয়াছিল অত্যাচারীর উপযুক্ত দণ্ড, নিজামশাহীর ধ্বংস। নেতারা যে জনসাধারণের একান্ত ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত এই দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন তাহা চিন্তাই করে নাই সাধারণে। কিন্তু জনসাধারণের দাবীকে মানিয়া লইলে হায়দরাবাদে জনসাধারণকে শোষন করিবার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের রক্ষক পুঁজিপতিদের পাছে কিছু অসুবিধা দেখা দেয় সেই ভয়ে কংগ্রেসী নেতারা জনস্বার্থকে পূর্ব্বাপর বারের মত এই বার পদাঘাত করিয়া সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী কায়েমী স্বার্থকে বাঁচাইতে ভুলেন নাই।

জাতীয় নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার শেষ নাই

নিজামের সহিত ভারতীয় নেতাদের সম্পর্কের ইতিহাস এই কলঙ্কময় বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। একদিকে যখন হায়দরাবাদের সংগ্রামী জনসাধারণ নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে অন্যদিকে তখন কংগ্রেসী নেতারা নিজামের সহিত আপোষ আলোচনা, দর দস্তুর করিবার নামে আত্মসমর্পন করিয়া বসিয়াছে। ইহার পরও অনেক অপমান, পদাঘাত সহ্য করিবার পর ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর স্বাক্ষরিত হইল স্থিতাবস্থা চুক্তি নিজাম ও ভারত সরকারের মধ্যে এই চুক্তির সর্ত্তানুসারে নিজাম ভারতীয় ডোমিনিয়নের সমান মর্য্যাদা লাভ করিলেন, রাজ্যশাসন বহির্বানিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে নিজামের চূড়ান্ত ক্ষমতা স্বীকৃত হইল কেবলমাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং যানবাহন ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতা সামান্যমাত্র সীমাবদ্ধ করা হইল। ইহার বিনিময়ে নিজাম ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দিবেন, ইহা ঠিক হইল নিজামের স্বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করিবার কিংবা প্রজাসাধারণ 'ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিল তাহার সমাধান কি রূপ লইবে এই সকল আসল বিষয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখই রহিল না সর্ত্তে; নেতারা জনসাধারণের দাবীর কথা বেমালুম চাপিয়া গেলেন। শুধু চুপ করিয়া রহিলেন না—নিজামকে খুসি করিবার উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদ হইতে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যকে উঠাইয়া লইলেন এবং সংগ্রামী প্রজাদের নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য নিজামের সহিত গোপন চুক্তিও সম্পন্ন করিলেন। নিজামের স্বরাষ্ট্র সচিব আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঘোষণা করিলেন—"কম্যুনিষ্ট দমন বিষয়ে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন" (হিন্দু ২৯শে এপ্রিল)। কম্যুনিষ্ট দমনের ছুতায় সংগ্রামী জনসাধারণকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কোটী টাকার উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিজামকে বিক্রয় করিলেন। নিজামও তাহাদ্বারা রাজাকর দল ও তাঁহার সৈন্যদলকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহার পর নিজাম পাকিস্তানকে ২০কোটী টাকার ঋণ দিলেন, ভারতের মুদ্রাকে হায়দরাবাদে বে-আইনি ঘোষণা করিলেন এবং আরব ও পাঠান আশ্রয়প্রার্থীদিগকে লইয়া নূতন করিয়া সৈন্যদল গড়িতে আরম্ভ করিলেন; প্রজাসাধারণের উপর নিত্য নব অত্যাচার নামিয়া আসিতে লাগিল তথাপি নেতাদের চিন্তার কারণ হইলেন না নিজাম। প্রজাদের বিরুদ্ধেই যেন ভারত সরকারের আসল অভিযোগ। দিনের পর দিন সীমান্ত অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতে লাগিল, নির্বিচারে কম্যুনিষ্ট বলিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল সংগ্রামশীল জনতার নেতারা এমন কি নিজামের হাতে তাহাদিগকে শাস্তির জন্য অর্পন করা হইল। এই ভাবে দীর্ঘদিন ধরিয়া নেতারা নিজামের সহিত সহযোগিতাই করিয়া আসিলেন প্রজাদিগকে দমন করিতে।

নেতারা আশা করিয়াছিলেন নিজামই সংগ্রামী জনসাধারণকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিবে। কিন্তু দিনের পর দিন প্রজাদের শক্তি বাড়িয়াই চলিল, গ্রামের পর গ্রাম নিজামের শাসনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। ২৫০০ গ্রাম লইয়া মুক্ত অঞ্চল গড়িয়া উঠিল। গণশক্তির এই অগ্রগতিতে নেতারা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজামকে পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়া দেওয়া হইল—" বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে আমাদের সকলের স্বার্থ সমান। ভারত-সরকার বরাবরই আপনাকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন যে, যে কোন রাজনৈতিক সমাধানই হউক না কেন আপনার পদ এবং মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকিবে" (বড়লাট রাজা গোপালাচারিয়ার ৩১শে আগষ্টের নিজামকে লিখিত চিঠি)। ইহাতেও যখন ফল হইল না বড়লাট বাহাদুর পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়া দিলেন কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা হায়দরাবাদে সৈন্য প্রেরণ করিতে চান। উদ্দেশ্য কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া জনসাধারণকে নির্মমভাবে হত্যা। "Your Government has not been able to deal with either the Razakars or the Communists and the Government of India cannot any longer be silent spectators." (রাজাজীর ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের নিজামের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রাম)। ইহার সহিত পণ্ডিতজীর ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতার—" নিজামকে সরাইবার কোন প্রশ্নই আমাদের সম্মুখে নাই" পড়িলে বুঝা যায় নেতাদের আসল লক্ষ্য কি।

ইহার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহার মধ্যে নেতারা বক্তৃতা বিবৃতি দ্বারা এই কথাই জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন হায়দরাবাদে যে তাণ্ডব লীলা চলিয়াছিল তাহার জন্য নিজাম একা নহেন, সমস্ত কিছুর মূলে কাশিম রেজভি। পণ্ডিতজীই পরিষ্কারই জানাইয়া দিয়াছেন—"আমাদের খবর হইল এই যে বর্ত্তমানে নিজামের হাতে কোন ক্ষমতাই নাই।" ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জয় লাভের পর যখন নিজামকে গ্রেপ্তার করাই একমাত্র উচিত ছিল তখন ভারতীয় সৈন্য বিভাগ হইতে ঘোষিত হইল তিনি (নিজাম) নৃপতি; সুতরাং তাঁহাকে নৃপতির সম্মান দেখাইতে হইবে।" নিজামী সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিবার ও আমলাতন্ত্রকে পরিবর্ত্তন করিবার পরিবর্ত্তে সর্দ্দার প্যাটেল জানাইয়া দিলেন "কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন নাই।", নিজামের সৈন্যদলকে শান্তি আনার কাজে ব্যবহার করিবার কথা বলিয়া টিকাইয়া রাখা হইল, বেসামরিক শাসন বিভাগকেও পূর্ব্বের মত কাজ চালাইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। এক কথায় সমগ্র নিজামশাহীকে অটুট অবস্থায় রক্ষা করা হইল।

মিথ্যার জালে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার হীন ষড়যন্ত্র

সমস্ত কিছুর দায়িত্ব হইতে নিজামকে মুক্ত করিবার জন্য কংগ্রেসী সরকার যে এত চেষ্টা করিতেছেন তাহার একমাত্র কারণ জনসাধারণের নিজামের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ক্রোধ ও ঘৃণাকে বিপথে পরিচালিত করা। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে তাঁহারা সামন্ততন্ত্রকে পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, যাহাতে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় ভারতীয় পুঁজিপতিদের শোষণের সুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। সেই একই ব্যবস্থা হায়দরাবাদে নেতারা চালু করিতে চান। তাহার জন্য নিজামশাহীর বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যদি জনসাধারণের স্বাভাবিক ঘৃণা ও ক্রোধ নিজামের উপর অক্ষুন্ন থাকে তাহা হইলে নেতাদের এই নিজাম-প্রীতিকে তাহারা সুনজরে দেখিবেনা এবং তাঁহাদের এই নিজাম তোষণ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলেও করিতে পারে। সুতরাং প্রথম হইতেই নিজামকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

(৬ষ্ঠ পৃঃ দেখুন)

টিকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ভারতসরকারের হায়দরাবাদ অভিযান

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্য বজায় রাখিতে বামপন্থীদের প্রতি আহ্বান

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে কতিপয় সদস্যের পদত্যাগ এবং পাল্টা প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

সম্প্রতি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পদত্যাগ এবং তাহাদের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ ভারতের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হইল; আই এল-ওতে প্রতিনিধি পাঠানো নিয়া যে মতদ্বৈধ হইয়াছে তাহারই জের টানিয়া এ-আই-টি-ইউ-সির সম্পাদক এন, এম, যোশি, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি হইতে মৃণালকান্তি বসু, রুইকার এবং শিবনলাল সাকসেনা প্রমুখেরা ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। আজকের দিনে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন যখন এক গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা একদিকে সরকারী দমননীতি ও অন্যদিকে দালাল প্রতিষ্ঠানের মারফত শ্রমিক শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার ও মোহগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রগতিশীল মজুর আন্দোলন যেখানে নানা ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত তখন শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এবং সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি; পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দালাল জাতীয় টি-ইউ-সি এবং চোরা দালাল সোস্যালিষ্ট মজদুর পঞ্চায়েৎ প্রগতিশীল মজদুর শ্রেণীর বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করিতেছে; এই অবস্থায় সংগ্রামী মজুর শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাওয়া কিংবা তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে তার বিরুদ্ধতা করা প্রগতিশীল মজদুর আন্দোলনেরই বিরুদ্ধতা করার সামিল। প্রথমতঃ এই বাস্তব অবস্থার প্রতি আমরা সমস্ত বামপন্থী শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

শিবনলাল সাকসেনার মত কংগ্রেসী নেতার পক্ষে টি-ইউ-সির বিরুদ্ধতা করা বা তার ভিতর বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা শ্রেণী স্বার্থের দিক দিয়া স্বাভাবিক; কিন্তু অন্যান্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা আজ টি-ইউ-সি ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিতে যাইতেছেন তাহা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূলগত পার্থক্যপূর্ণ যে ইহার জন্য নূতন করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ আনা প্রয়োজন? ইহাতে দেশের কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানেরই বা প্রত্যক্ষ সুবিধা হইবে তাহা এই বামপন্থী নেতারা বা দলগুলি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

আর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি কম্যুনিষ্টদের আমরা বলিতে চাই যে আজকের দিনে দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক সরকারের বিরুদ্ধে যদি সমস্ত বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করিতে হয় এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে নিঃ ভাঃ ট্রেঃ ইঃ কঃ কে শক্তিশালী করিতে হয় তবে তাহাদেরও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের দলীয় স্বার্থকে অনেকখানি বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং সাধারণ দলীয় সংকীর্ণতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। সহনশীলতা এবং সহযোগীতার মারফতই বিভিন্ন বামপন্থীদের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। অথচ কম্যুনিষ্টরাও বিভিন্ন ঘটনায় এবং আন্দোলনে ভুল বিচার ও কর্ম্মনীতির এবং দলীয় সংকীর্ণ নীতির প্রয়োগের ফলে অন্যান্য সাতাকারের বামপন্থীদের বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন করিয়াছে—এর প্রমাণ বিশেষ করিয়া ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাসেই বহু মিলিবে।

তাই আজকের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যেকার এই বিভেদকে তার সুদূর প্রসারী ফল দেখিয়া আমরা কোন মতেই সমর্থন করিতে পারি না, ধনিক সরকারের আক্রমণাত্মক নীতি, জাতীয় টি ইউ-সির প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং জয়প্রকাশী মজদুর পঞ্চায়েতের বিভেদ নীতি ও সাথে সাথে মজদুর শ্রেণীর মধ্যে বিভ্রান্তির কথা স্মরণ করাইয়া আমরা সমস্ত বামপন্থী প্রগতিশীলদের আহ্বান জানাইতেছি, ঐক্যবদ্ধ হইয়া সংঘবদ্ধ ভাবে টি ইউ সির পতাকাতলে সমস্ত মজুর শ্রেণীকে জড় করিবার কাজে এগিয়ে আসুন; বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য আপাতঃ বিরোধকে মিটাইয়া ফেলুন। ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের জন্য নিজেদের মধ্যে বিভেদ ডাকিয়া আনিবেন না, জানিত বা অজানিত ভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পরে পড়িবেন না—নিজ শক্তি দুর্ব্বল করিয়া—শত্রু পক্ষের শক্তি বাড়াইবেন না।

—০—

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক বামপন্থী যুক্ত ফ্রন্ট।

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার আহ্বান।

গত ১৯শে অক্টোবর পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক বামপন্থী যুক্ত ফ্রন্টের এক সভা ১৮ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমরেড প্রমোদ সেন, বিরেশ্বর ব্যানার্জ্জি, প্রীতিশ চন্দ, তারা দাস, যতীন চক্রবর্ত্তী পরেশ বসু, রতিকান্ত সরকার প্রভৃতি বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

সভায় দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, বিশেষ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের দেশের সংগ্রামশীল শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমনের বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়; এই পটভূমিকায় সম্প্রতি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে মিঃ এন, এম, যোশী মৃনাল কান্তি বসু, রুইকর, শিবনলাল সাকসেনা প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়ন নেতার পদত্যাগের উপর সভায় আলোচনা করা হয় এবং শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য রক্ষার জন্য সর্ব্বসম্মতক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহিত হয়:—

সম্প্রতি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে কতিপয় নেতার পদত্যাগ দেশের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল এবং শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী অংশের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সংগ্রামশীল শক্তিগুলিকে এই ঘটনা সম্পর্কে করিয়া দিতেছে। আমরা তাই দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতাদের কাছে এই আবেদন করিতেছি যে তাহারা যেন তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিতর ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর একতা বজায় রাখেন. তাহারা যেন ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিকমূলক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের সমস্ত প্রকার আক্রমনের হাত হইতে রক্ষা করেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলন

(৮ম পৃঃ পর)

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দুর্বল অংশিদার হিসাবে ইঙ্গমার্কিন নেতৃত্বে চলিতে বাধ্য। তাহার প্রমান ইতিমধ্যে মিলিয়াছে ষ্টার্লিং পাওনা চুক্তির মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রের শিল্প ও বাণিজ্য নীতিতে। ইঙ্গমার্কিন পুঁজিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, শিল্প জাতীয়করণ ত্যাগ, সাদরে মার্কিন লগ্নি পুঁজিকে আহ্বান, আমেরিকার সহিত শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে চুক্তির সর্ত্ত তাহার বাহ্যিক প্রকাশ। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বৃটীশ সাম্রাজ্য সম্মেলনে আরও ভালভাবে বাঁধিবার চেষ্টা করা হইতেছে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদীর যুপকাষ্ঠে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতার সামান্যই মূল্য; পরাধীনতার বাঁধন তাহাতে সমপরিমাণেই থাকিয়া যায়। ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতারা ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর নিকট নিজের দেশের ধণিক শ্রেণীর স্বার্থ আত্মবিক্রয় করিয়া সেই শোষণের শৃঙ্খলকে শোষিত ভারতবাসীর গলায় আরও শক্ত করিয়া পরাইয়া দিতেছেন। এই অর্থনৈতিক পরাধীনতার সহিত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে সামরিক নির্ভরতা। বৃটিশ অফিসারই আজও ভারতীয় সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিতেছে, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপদেষ্টা ও চালক ইংরাজ অফিসার বৃটিশ সামরিক মিশন ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে সমর নীতি শিক্ষা দেয়। ইংলাণ্ডে ভারতবর্ষের দেশ রক্ষার কার্য্যসূচী এখনও তৈয়ারী হয়। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফাঁসে যে ভারতবাসীকে ঝুলাইবার পাকা বন্দোবস্ত হইতেছে তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।

—:০:—

শ্বেতাঙ্গ মালিকের শ্রমিকের উপর অত্যাচার

জাতীয় টি-ইউ-সি নেতাদের মালিকের পক্ষে দালালি

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

ঘাটশিলা (বিহার)। কিছুদিন ধরিয়া ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশানের শ্রমিকদের উপর শ্বেতাঙ্গ মালিকের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি কারখানায় কাজের সময় দুইজন শ্রমিক অল্প কিছুক্ষণের জন্য অনুপস্থিত থাকায় তাহাদের সাসপেণ্ড করার হুকুম হয়; ইহাতে অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ জন্মে। শ্রমিকদের দাবী জানাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের ইউনিয়ন সম্পাদক এবং স্থানীয় শ্রমিক নেতা কমরেড মনাল ত্রিপাঠি মালিক পক্ষের সহিত কথা বলিতে গেলে শ্বেতাঙ্গ অফিসার মিঃ উড এবং মিঃ বাটারওয়ার্থ কমরেড ত্রিপাঠিকে অপমান

(৪র্থ পৃঃ দেখুন)

★সমাজতন্ত্রে বৃত্তি বলিতে কি বুঝায়★

যে কোন সমাজে বৃত্তি কথাটির গুরুত্ব যথেষ্ট। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমাজের সমস্ত কর্ম্ম শাখাতেই বৃত্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে। সমাজের ও ব্যষ্টির বাস্তব ও আধ্যাত্মিক জীবনে বৃত্তির প্রভাব অনস্বীকার্য্য।

বৃত্তির তাৎপর্য্য সোবিয়েৎ সমাজে ও ধনতন্ত্রী সমাজে এক নয়। সমাজতন্ত্রী ও ধনতন্ত্রী সমাজের পার্থক্য বৃত্তিক্ষেত্রে যেরূপে প্রতিফলিত হয় এরূপ বোধ হয় আর কোন ক্ষেত্রে হয়না। ধনতান্ত্রিক সমাজে বৃত্তির তিনটিথা রূপ দিক আছে :—

(১) জনগণের মধ্যে শ্রেণী সংঘাতের সৃষ্টি।
(২) কায়িক ও মানসিক শ্রমবিভেদ।
(৩) শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে বিভেদ।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা সমগ্র সমাজের সম্পত্তি এবং সেজন্য ঐ তিনটি খারাপ দিকের অস্তিত্ব নাই। সেখানে মাথা দিয়া বা দেহ দিয়া প্রত্যেককে খাটিতে হয় সমগ্র সমাজের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের জন্য। (কারণ সে নিজে সমাজেরই অংশ)। সুতরাং সোবিয়েতে বৃত্তিজগতে শ্রেণীবিভেদের অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তিগত মালিকানা উঠাইয়া দিয়া শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া, বেকার সমস্যা এবং আর্থিক সংকটের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া সমাজতন্ত্র সকলের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত পথ খুলিয়া দেয়, সমস্ত প্রকার সুযোগ সকলের জন্যই দেয়। সকল প্রকার কায়িক ও মানসিক শ্রমের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একরূপ শ্রমকে সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়। সাম্যবাদী সমাজে দুই প্রকার শ্রমের কোন পার্থক্য থাকিবেনা। **যে যেমন পারে খাটিবে যাহার যেমন দরকার পাইবে। তারপর কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মৈত্রীস্থাপন করিয়া, যান্ত্রিক যৌথ কৃষি প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজতন্ত্র কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ দূর করিয়াছে এবং নগর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য দূর করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে।** মার্কিন "নেশন" পত্রিকা স্বীকার করিয়াছে যে সোবিয়েতের হাজার হাজার যৌথখামারে এমন লক্ষ লক্ষ কৃষক আছেন যাঁহাদের জুড়ি আমেরিকায় নাই। তাহা হইলে সমাজতন্ত্রে বৃত্তি বলিতে কি দেখা যাইতেছে? দেখা যাইতেছে যে বৃত্তিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্য ভিন্ন অন্য কোন পার্থক্যের অস্তিত্ব নাই।

প্রথমতঃ বৃত্তির মধ্যে শ্রেণী বিভেদের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। সোবিয়েতে শ্রেণীবিভেদগত প্রতিষ্ঠান ও পরনির্ভরশীল বৃত্তি না থাকায় চাকর বামুন ইত্যাদি নাই। সোবিয়েতে শেয়ার বাজারের দালাল নাই, ঠিকাদার নাই, ভ্রাম্যমান সেল্‌স্‌ম্যান্ নাই, জুয়াড়ী নাই তারপর সোবিয়েতে শ্রেণীবহির্ভূতদের (যেমন গণিকা পেসাদার, ভিক্ষুক) তথাকথিত "স্বাধীন বৃত্তি" বলিতে কিছু নাই। কিন্তু সোবিয়েতে অভূতপূর্ব্ব কতকগুলি বৃত্তির সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামে একটি মাত্র বৃত্তি ছিল কৃষি। আজ যৌথ যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষি কার্য্যের ব্যাপারে নানা নূতন ধরণের বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নগরেও এরূপ কত বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা হইল সোবিয়েতে বৃত্তি কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য্যই বদলাইয়া গিয়াছে। পুঁজিবাদী দেশে বৃত্তি হইল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজের আয় বাড়াইবার প্রয়াস। সোবিয়েতে বৃত্তির অর্থ তাহা নয়। অনুপার্জ্জিত আয় বা অন্যকে খটাইয়া পয়সা রোজকার সোবিয়েতে করা যায় না। প্রত্যেকেই কিন্তু সেখানে কাজ পাইবার অধিকারী। সোবিয়েতে বৃত্তি দ্বারা সমাজকে সেবা করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সুবিধা হয়। বৃত্তির মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। **সামন্তযুগে উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে ছিল বলপ্রয়োগ** (coersion)। **ধনতন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা হইল প্রতিযোগিতা এবং অনাহারের ভয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে কর্ম্মের প্রেরণা হইল নিজের চেতনা** যে চেতনা তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে তাহার শ্রম সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং সমষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য। এই উপলব্ধি ও চেতনা লইয়া সে কাজ করে ও পারিশ্রমিক পায়।

ধনতন্ত্রে উৎপাদনের সামাজিক লক্ষ্য হইল মূল্য (value) ও বেতনভোগীর জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করা। বেতনভোগীর নিজের জীবিকা অর্জ্জনই হইল একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্য শ্রমিক তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মে এবং ধনিকের জন্য খাটিবার অনিচ্ছা অতিক্রম করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্যের সমন্বয় ঘটে। সেজন্য যে উদ্যম সে পূর্ব্বে নষ্ট করিত তাহা সে নিজের নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। এই জন্যই স্তাখানফপন্থী শ্রমিকেরা অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় ১০ গুণ হইতে ৪০ গুণ পর্য্যন্ত বেশী উৎপাদন করিতে পারেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন বিশেষজ্ঞ ফ্রাংকগিলব্রাট প্রমাণ করেন যে একজন শ্রমিকের পক্ষে দিনে ১১০ ঘণ্টা খাটিয়া ১ হাজার ইট তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু সোবিয়েতে স্তাখানফপন্থীরা এক শিফ্‌টে ৩০ হাজার পর্য্যন্ত ইট তৈয়ারী করিয়াছেন। কোন একটি কাজ কিভাবে হইয়া থাকে তাহা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া স্তাখানফপন্থীরা নিজেদের কর্ম্মনৈপুণ্য বাড়াইয়া থাকেন। এইভাবে দেহ শ্রমিক নিজের বুদ্ধি খাটাইতে শেখেন এবং ক্রমে ক্রমে কায়িক ও মানসিক শ্রমের বৈষম্য দূর করিবার পথে অগ্রসর হন।

সোবিয়েতের কৃষক ও শ্রমিকেরা উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠনে কারুবিদ্যার উন্নতিতে, কার্য্য পরিচালনা ব্যাপারে ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে যথেষ্ট অংশ লইতেছেন। একই শ্রমিক একাধিক শাখায় দক্ষতা অর্জ্জন করিতেছেন, মিতব্যয় করার সাহায্য করিতেছেন এবং উৎপাদনে নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতেছেন। ইহাই হইল সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্য্যায়, সমাজতন্ত্রের বিশেষত্ব।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ষোলআনা সাম্যবাদী সমাজে বৃত্তি বিভাগ বজায় থাকিবে কি? হাঁ তাহা থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। থাকিবে এইজন্য যে সাম্যবাদী সমাজেও বিভিন্ন ধরণের বৃত্তির প্রয়োজন থাকিবে কারণ সমাজে বিভিন্ন কর্ম্মবিভাগ থাকিবে। সাম্যবাদী সমাজে বুর্জোয়া ধরণের শ্রমবিভাগ না থাকিলেও শ্রমবিভাগ বজায় থাকিবে। যাহার যেমন ইচ্ছা বৃত্তি বাছিয়া লইতে পারিবে।

সোবিয়েৎ সমাজে ইতিমধ্যেই আগামীকালের সমাজের অগ্রদূত দেখা যাইতেছে। স্তাখানফপন্থীরা তাঁহাদের অগ্রগণ্য। তাঁহাদের নিত্যনূতন উদ্ভাবনের অনুসন্ধানী মনোভাবকে, শ্রমের প্রতি তাঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীকে স্তালিন শ্রমের সাম্যবাদী সম্পর্কের অভিব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইভাবেই কায়িক ও মানসিক শ্রমের বৈষম্য দূরীভূত হইবে এবং প্রত্যেক শ্রমিকের কারুবিদ্যাগত ও সংস্কৃতিগত জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের মত হইবে। স্তাখানফ আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হইল এই যে সাম্যবাদী সমাজের উপযোগী নবা শ্রমিক শ্রেণীর উহা গোড়া পত্তন করিয়াছে। (টাস)

কংগ্রেস নেতৃত্বের বিপ্লব বিরোধী চরিত্র

(৭ম পৃঃ পর)

কোনও চিন্তা করা বা নূতন কোন পরিকল্পনা নিয়া তদনুযায়ী কোনও মৌলিক প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়; এই বিধাগ্রস্ত ও দুর্বলচিত্ত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ শুধু আপোষের পথে চলিতে পারেন এবং পদে পদে নীচ ও সংকীর্ণ স্বার্থ সম্পন্ন ধণিক শ্রেণী, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে দেশের বর্ত্তমান আয়কর ফাঁকি দেওয়া, চোরাকারবার, সরকারী দুর্নীতি ও কুশাসন প্রভৃতি সমস্যাগুলি কোনও বলিষ্ঠ ও দ্রুত হস্তক্ষেপ ছাড়া কি সমাধান করা সম্ভব? মুদ্রাস্ফীতি, মাল মজুত করা প্রভৃতি বন্ধ করা হীন স্বার্থ ও তোষণ নীতি ত্যাগ করিয়া বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ না করিলে কি সম্ভব হইবে? দেশের অন্যান্য সমস্যা আরও প্রচুর আছে এবং সেগুলি একমাত্র দ্রুত এবং আমূল পরিবর্ত্তনের পথে সমাধান করা যাইতে পারে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এবং তার জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের ভবিষ্যত কি হইতে পারে? ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেসের দ্বারা কোনও নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কংগ্রেস কেবলমাত্র দেশের ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক দলে পর্য্যবসিত হইতে পারে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র শুধু আনুষ্ঠানিক। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহার মধ্যে ইহা শাসনকার্য্য চালাইয়া যাইবে। বড় বড় প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তাব এবং নির্বাচনী ইস্তাহারের ঘোষণা গুলিকে কার্য্যে পরিনত না করিতে পারার ফলে কংগ্রেসও কালে অন্যান্য ক্ষমতা মদমত্ত রাজনৈতিক দলের ন্যায় অযোগ্য প্রমানিত হইবে।

শ্রমিকের উপর অত্যাচার

(তৃতীয় পৃঃ পর)

করেন। শ্রমিকদের কানে এই কথা পৌছিবার সাথে সাথে তাহারা বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থানীয় জাতীয় টি-ইউ-সির নেতারা মালিকের হইয়া শ্রমিকদের নিকট ওকালতি সুরু করে এবং তাহারা শ্রমিকদের 'ক্ষমা পরমধর্ম্ম' অবলম্বন করিতে বলে। আন্দোলনের পথে অগ্রসর শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে এ আই-টি-ইউ-সির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় জাতীয় টি-ইউসির নেতারা মালিকের সাথে ষড়যন্ত্র করিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে নষ্ট করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

পুঁজিবাদের স্বার্থে জনসাধারণের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইবার

ইঙ্গ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের হীণ ষড়যন্ত্র

মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদের নেতৃত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীরা নূতন করিয়া দুনিয়া ব্যাপি নরধ্বংসী যুদ্ধের জন্য পায়তাড়া কষিতেছে। বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে এই যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। পশ্চিমী 'গণতন্ত্রী' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচোর নবজাগ্রত ধনিক শ্রেণী পর্যান্ত এই প্রস্তুতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। মার্কিনী 'গণতন্ত্রী-দের' মার্শাল প্লান হইতে সুরু করিয়া পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের একজোট হওয়া, বৃটীশ লেবার সাম্রাজ্যবাদীদের কমনওয়েলথ সম্মেলন করা, উনোতে সোভিয়েতের আটম বোমার নিয়ন্ত্রন প্রস্তাবে বাধা দেওয়া, প্রাচোর নীপিড়ীত জনগণের মুক্তি আন্দোলনে সৈন্য পাঠাইয়া ধ্বংস করার চেষ্টা সব কিছুতেই এই প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যায়।

গত দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই দেখা যায় যে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুখে শান্তির বাণী প্রচার করিতে থাকিলেও ধীরে ধীরে যুদ্ধের বীজ বপন করিতে সুরু করে। যুদ্ধে সোভিয়েত বিজয় এবং পূর্ব্ব ইউরোপে নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন করিয়া লাল জুজুর ভয় সুরু হয়; তারই জন্য যুদ্ধের শেষ পর্বে সোভিয়েত অগ্রগতি দেখিয়া আমেরিকা অত তাড়াতাড়ি 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' খুলিয়াছিল, এটম বোমা দিয়া জাপানকে পদানত করিয়াছিল। যুদ্ধের শেষে একদিকে সোভিয়েত শক্তি ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক শক্তির অদ্ভুত জাগরণ, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিপ্লবী শক্তির প্রসার এবং অন্য দিকে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত উৎপাদন সঙ্কটের জন্য ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশের ধনিক শ্রেনীর সরকার ও ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেনীকে সংঘবদ্ধ করিয়া একটি সম্মিলিত ব্লক গঠনের কাজে অগ্রসর হয়। ধীরে ধীরে এই ব্লক সুস্পষ্ট রূপ নিয়া আত্মপ্রকাশ করে; বৃটীশ উপনিবেশগুলিতে দেশীয় ধনিক শ্রেনীর সাথে আপোষ রক্ষা করিয়া তাহাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের ব্লকে ঢুকাইয়া লয়; একচেটিয়া পুঁজিবাদের ফলে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ এই ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্লককে সুস্পষ্ট ভাবে নেতৃত্ব দিতে থাকে। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ও সোভিয়েত বিরুদ্ধতা হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মজুর কিষানের মুক্তি আন্দোলনকে অত্যাচারের মুখে ধ্বংস করা সবই ধীরে ধীরে বাড়িতে আরম্ভ করে। আজ দুনিয়া ব্যাপি ধনিক শ্রেণীর এই চেষ্টা দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বৃটেনের লেবার গবর্ণমেণ্ট, ফ্রান্সের 'সমাজতন্ত্রী'' সরকার, ডাচ ও বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদ প্রাচোর চিয়াং-হাত্তা- সোকণ সু-নেহরু--লিয়াকত প্রভৃতি সবাই আজ এই দুনিয়া জোড়া সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ভিতর থাকিয়া দুনিয়া ব্যাপী যুদ্ধ বাঁধাইবার চেষ্টা করিতেছে—সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার, 'লাল জুজুর' আতঙ্ক প্রচারও মজুর কিষাণ আন্দোলন ধ্বংসের ভিতর দিয়া তার প্রাথমিক পর্ব্বও সুরু হইয়া গিয়াছে।

অথচ এক বিংশ শতাব্দিতেই উপর্যাপরি দুইটি সর্বধ্বংসী মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালব্ধ জনসাধারণ পুনর্বার যুদ্ধ চাহে না, পৃথিবীর কোন দেশেরই এমন কি আমেরিকা কিংবা বৃটেনের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে আর যুদ্ধে লিপ্ত হইতে রাজী নহে। তার প্রমান মিলিবে বিভিন্ন দেশের গণশক্তির যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন হইতেই তথাপি ধনিক শ্রেনীকে নিজ স্বার্থে যুদ্ধ করিতেই হইবে; তাই চেষ্টা চলিতেছে জনশক্তিকে মিথ্যা বুঝাইয়া যুদ্ধ কার্য্যে নিয়োজিত করার; কোথাও বলা হইতেছে 'আমরা যুদ্ধ চাহিনা। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাই তাহাকে বাধা দেওয়ার জন্যই আমরা প্রস্তুত হইতেছি"; অথচ এই নির্জ্জলা মিথ্যা কথা জনসাধারণ বিশ্বাস করিবেনা সহজে তাই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটানো হইতেছে—বুর্জ্জোয়া সংবাদপত্রে চলিতেছে মিথ্যার বেসাতি, তারা প্রচার করে আজগুবি খবর, রেডিওর মারফত মিথ্যা প্রচার, সিনামার সাহায্যে সোভিয়েত সম্বন্ধে জনসাধারণের সামনে ভুল ধারণা তুলিয়া ধরা হয়। এই সব কার্য্যের জন্য লুই ফিশারের মত ভাড়াটিয়া সাংবাদিক আর হক্সলি ও টেলারের মত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক জোর উৎসাহে প্রভুদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। সাথে সাথে আমেরিকার গণতন্ত্র সম্বন্ধে জোর প্রচার চলিতেছে—আমেরিকায় কোন দুঃখ নাই অশান্তি নাই—সুখের স্বর্গে আছে আমেরিকার শ্রমিক আর জনসাধরণ এই মিথ্যা আকাশে বাতাসে সংবাদপত্রে আর সিনেমার পর্দ্দায় দেখান হইতেছে—এই কার্য্যে আমাদের দেশের কংগ্রেসী শ্রমিক নেতা হরিহর নাথ শাস্ত্রি একজন অগ্রণী।

কোথাও কোথাও আবার 'তৃতীয় পক্ষের' জিগীর উঠিয়াছে আমরা কোনও পক্ষে নাই, নিরপেক্ষ থাকিতে চাই এই বুলি দিয়া জনসাধারণকে পরোক্ষে যুদ্ধের দিকে টানিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষের নেহেরু সরকার আর তার পেটোয়া জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রী দল এই নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের জোর প্রচারক। এই প্রচারের সাহায্য করিতেছে আমাদের টাটা বিড়লা গোষ্টির দালাল তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি। অথচ ভারতবর্ষের নেহেরু প্যাটেল পরিচালিত কংগ্রেসী সরকার বিভিন্ন কার্য্যকলাপে এবং নেতাদের বিভিন্ন বক্তৃতায় ইতিমধ্যেই তাদের 'নিরপেক্ষতার' স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন; গাডগিল প্যাটেল প্রমুখ নেতারা সোভিয়েত রাশিয়া স্বৈরাচারী এবং মার্শাল-ট্রুমানের আমেরিকাই এক মাত্র গণতন্ত্রী এই কথা প্রচার করিতেছেন। সম্মিলিত জাতীয় পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি বিভিন্ন সময়ে বেভিন এটালিকে অনুসরণ করিয়া সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। কমনওয়েলথ সম্মেলনে পণ্ডিতজী নিশ্চিত ভাবেই পশ্চিমী জোটের সাথে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভারতকে জড়িত করিয়াছেন।

ইতিমধ্যেই যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শিবির যে কতখানি পরিমাণে আগাইয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ মিলিবে বৃটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ বাজেটে, উনোতে সোভিয়েত প্রতিনিধি ভিশিনস্কির এটম বোমা নাশ ও এক তৃতীয়াংশ অস্ত্রনাশের প্রস্তাবের বিরোধিতার মধ্যে, প্রাচোর বিভিন্ন দেশে গণ আন্দোলন ধ্বংসের জন্য বৃটেন ও আমেরিকার অস্ত্র ও সৈন্য প্রেরণে, বিভিন্ন জায়গায় সামরিক ও বিমান ঘাঁটি স্থাপনে, বিভিন্ন সরকারি মুখপত্র ও ধনিক শ্রেণীর দালাল নেতাদের বক্তৃতা প্রভৃতিতে।

আমেরিকার বাজেটে দেখা যায় যে ১৯৪৯ সালের বাজেটে শতকরা ৭৯ ভাগ রাখা হইয়াছে যুদ্ধ খাতে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুমানের বাজেট সম্পর্কিত বিবৃতিতে দেখা যায় শতকরা ৭৯ ভাগ যুদ্ধের ব্যয়, যুদ্ধের ফলাফল সংশ্লিষ্ট ব্যয় এবং যুদ্ধ বন্ধের নামে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আর সমাজ কল্যাণ, গৃহ নির্ম্মাণ, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, শিল্প ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ আছে শতকরা মাত্র ২১ ভাগ।

বৃটেনের সামরিক ব্যয় বরাদ্দ এ বছরের জন্য ধার্য্য হইয়াছে ৬৯ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড। বাজেটের সামরিক খাতের এই ব্যয় বরাদ্দ শিক্ষা খাতের ৩৷ গুণ স্বাস্থের ৩গুণ, পেনশন ইত্যাদির ৩ গুণ গৃহের বরাদ্দের ১০গুণ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠনের ৬৩ গুণ। সর্ব্বপ্রকার আদায়ীকৃত ট্যাক্সের প্রতি পাউণ্ডে ৪ শিলিং ৮ পেনি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয় হইবে। বর্ত্তমানে বৃটেনের সৈন্যবাহিনীতে আছে ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার সৈনিক, সামরিক সরবরাহ শিল্পে নিযুক্ত আছে ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার সৈনিক—সবশুদ্ধ বৃটেনের সৈন্য ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার।

খাস গ্রেট বৃটেনের মাটিতে মার্কিন বিমান ঘাঁটি স্থাপন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির আর একটি বড় প্রমাণ। বৃটিশ বিমান মন্ত্রী দপ্তর হইতে আরম্ভ করিয়া 'ডেইলি এক্সপ্রেস' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার খবর এবং 'ইউনাইটেড প্রেসের' সংবাদ দ্রুত বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণের কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছে। জুলাই মাস হইতে ইংলণ্ডে মার্কিণ বিমান (ভারী বোমারু ও জঙ্গী) যাইতে আরম্ভ করে এবং ১৯শে আগষ্টের ইউ-পির খবরে জানা যায় যে এক মাসেই ইংলণ্ডে ৩ হাজার মার্কিন বৈমানিক ও ১৫০ খানি প্রথম শ্রেণীর ভারী বোমারু বিমান পৌছিয়াছে। মার্টিণ উডে একটি কেন্দ্রীয় মার্কিন বিমান

(৬ষ্ঠ পৃঃ দেখুন)

হায়দরাবাদ অভিযান

(২য় পৃঃ পর)

কিন্তু নিজামশাহীর বিরুদ্ধে একটি কথাও যাঁহারা বলিতেছেনা তাঁহারা ইতিমধ্যে রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—"রাজাকর দল তেলেঙ্গানার কৃষকদের সাহত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যোগ দিতেছে।" ফলে শান্তির নামে চলিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নির্ম্মম অভিযান। যে অঞ্চলের বিদ্রোহী কৃষকের নিজামের বিরুদ্ধে আপোষ সংগ্রামকালে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই সাড়ে ছয় মাসের মধ্যে ৩৯৫০টি গৃহ অগ্নিদাহে ভস্মিভূত, ৪৬৯৮ জন গ্রেপ্তার, ৪৪২ জন কৃষকরমনী ধর্ষিত ৪১০জন পুরুষ ও ১৭ জন স্ত্রী নিহত ৭০৬ আহত এবং প্রায় ১কোটী টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে অত্যাচার নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদের ষ্টেট কংগ্রেস নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত—"কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য ভারতের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অফিসারদের হায়দরাবাদ রাজ্যের অফিসারদের মধ্যে সহযোগিতার প্রশ্নের উপর জোর দিতেছেন" (ইউনাইটেড প্রেস)।

দারিদ্র কৃষককে মারিয়া জায়গীরদারকে বাঁচান নেহেরু সর্দার চক্রের নীতি

দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালাইয়া দরিদ্র কৃষকরা যে জমি নিজাম ও জায়গীরদারদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া নিতেছিল, কংগ্রেসী সরকার সেগুলিকে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জায়গীরদারদের মধ্যে ফিরাইয়া দিতেছেন। যে নিজামের প্রতিদিনের আয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকার মত, যাঁহার মূল্যবান রত্নাদির মূল্য ৬০০ কোটি টাকা নিজে যিনি ৫০ লক্ষ একর জমির খাস মালিক তাঁহার স্বার্থে হাত দিলেন না কংগ্রেসী সরকার কিংবা যে ১১০০ জায়গীরদার দেশমুখ মোট জমির পাঁচ ভাগের তিন ভাগ জমির মালিক তাহাদিগের বিরুদ্ধেও কিছুই করা হইল না বরং তাহাদিগকে সাহায্য করা হইতেছে অথচ দরিদ্র কৃষকের উপর গুলি চালাইতে কোন দ্বিধা নাই ভারতীয় সরকারের। এই জায়গীরদার দেশমুখ পরিবাররা নিজামের হইয়া ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল তথাপি তাহাদিগকে সাহায্য চলিতেছে কিন্তু নিজামের বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়িয়াও কৃষকের দুঃখ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধনিক শ্রেণী, সামন্তগোষ্টিকে তোষণ এবং নিঃস্ব জনসাধারণের বুকের রক্তে পৃথিবী লাল করাইয়া তাহাদিগকে স্তব্ধ করাই ভারত সরকারের সকল নীতির মূল লক্ষ্য। ইহার ব্যতিক্রম কোথাও মিলিবেনা—কলকারখানা হইতে দেশীয় রাজ্য পর্য্যন্ত।

ধনিক শ্রেণীর দালাল জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রী দল—

হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেস জানাইয়া দিয়াছে হায়দরাবাদের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে, কংগ্রেসের তাঁবেদার জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রীদল ধনীক শ্রেণীর সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়াছে—"হায়দরাবাদে কম্যুনিষ্টদের ও আমাদের বিপুল শক্তি এবং অস্ত্র ক্ষমতা অনুভব করাইতে হইবে।" কিন্তু নিজামশাহীর ধ্বংস, গণতন্ত্রী হায়দরাবাদের প্রতিষ্ঠা, জায়গীরদারীর অবসান এবং কৃষকের মধ্যে ভূমি বণ্টনের সম্পর্কীয়, জনসাধারণের মূল সমস্যার কোন কথাই নাই কোথাও। এইগুলি আদায় না হইলে নিজাম ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দিল কি দিলনা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই জনসাধারণের। সুতরাং যতদিন উপরোক্ত দাবীগুলি স্বীকৃত না হইবে ততদিন হায়দরাবাদের সংগ্রাম ও শেষ হইতেছেনা। কিন্তু যত দিন পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র থাকিবে ততদিন ইহা স্বীকৃত হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই। তাই নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত করিয়া রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করিবার দরকার। ইহার উদ্দেশ্যে বামপন্থী ঐক্য ফ্রন্ট গঠন সর্ব প্রথম কর্ত্তব্য। ভারতরাষ্ট্রের বামপন্থী দলগুলি সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে আজিও সফল হয় নাই—জনসাধারণকে সেই ঐক্য সাধনের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইবে নচেৎ ফ্যাসিবাদী অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে হইবে। তাই দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন :—

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ চাই।
সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান চাই।
বামপন্থী ঐক্য ফ্রন্ট গড়তে হবে।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার হইতে রাধাশ্যাম সাহা বহিষ্কৃত

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে রাধাশ্যাম সাহাকে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ, মতবাদিক বিচ্যুতি ও সুবিধাবাদী নীতি গ্রহন করার ফলে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে এস-ইউ-সি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ঘাঁটি এবং সমগ্র ইংলণ্ডে বেশ কয়েকটি মার্কিন বিমান ঘাঁটি বসিয়া গিয়াছে।

পশ্চিম জার্ম্মাণীকে অস্ত্রশস্ত্রে সাজ্জিত করা, প্রাচ্যের গণ-আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া 'লালজ্বর, দমণের নামে প্রতিক্রিয়াশীল শাক্তিগুলিকে অস্ত্র ও সৈন্য সাহায্য দেওয়া যুদ্ধ ঘাটি করারই ইঙ্গিত। ইতিমধ্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আলাস্কা, জাপান, গ্যাম্পোর পরিচালিত ইটালি, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়োমিনটাং চীন, ইজিপ্ট, ইরাণ, তুরস্ক গ্রীস, অষ্ট্রেলিয়া এমন কি সুদূর আফগানিস্তান এবং নেপালে পর্য্যন্ত সামরিক ঘাটি স্থাপন করিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের সহিত মিলিত নৌবহরের ঘাটি স্থাপিত হইয়াছে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠণের সাহায্যের নামে ডলার সাহায্য দিয়া, অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য এই সব দেশে নূতন পুঁজি খাটাইয়া ডলার সাম্রাজ্যবাদ নিজের একচেটিয়া আধিপত্য এবং ডিক্টেটরী চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সামাজ্যবাদী ব্লককে শক্তিশালী করিবার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে নূতন করিয়া 'আটলান্টিক জোট' গঠণ করা হইয়াছে, এই জোটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্রুসেল্‌স এ অনুষ্ঠিত পাঁচ-শাক্ত সামরিক জোটকে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রাচ্যের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশ গুলিকে পশ্চিমী জোটের সহিত আরও ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত করা হইয়াছে এবং আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়া সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

এইভাবে দেখা যাইতেছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এবং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ধনিক শ্রেণী নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি এবং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শ্রমিক কিষাণ এবং মুক্তিকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাই সমগ্র পৃথিবী আজ পরিষ্কার ভাবে দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসীবাদী শিবির আর সমস্ত দুনিয়ার শোষিত জনসাধারণের সমাজতন্ত্রী শিবির। পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে নিজেদের সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার তাগিদেই এবং সাম্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্যই এই সাম্রাজ্যবাদী শিবির জোর করিয়া দুনিয়ার জনসাধারণের উপর যুদ্ধ চাপাইবার চেষ্টায় আছে, জনসাধারণ না রাজি থাকিলেও। তাই আজকের দিনে নিরপেক্ষতা যেমন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করিবে, তেমনি এই আগামী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করাও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা এবং মোহ গ্রস্ত থাকার সামিল হইবে। দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক এবং সমাজতন্ত্রীকে মনে রাখিতে হইবে যে এই ঘনায়মান যুদ্ধ মূলতঃ দুনিয়ার পুঁজিবাদের সহিত সর্ব্বহারা ও শোষিত জনসাধারণের যুদ্ধ—শ্রেণী সংগ্রামেরই বৃহত্তর রূপ।

তাই প্রত্যেক দেশের সংগ্রামশীল জনসাধারণকে আজ একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়া তার শক্তিকে দুর্বল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে তেমনি সমাজতন্ত্রী শিবিরের নেতা সোভিয়েত রাশিয়াকে সর্ব্বোতভাবে সাহায্য করিয়া দুনিয়ার শোষিত জনসাধারণের শিবিরকেই জোরদার করিয়া তুলিতে হইবে। দেশে দেশে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করিবার লড়াইকে জোরদার করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব আজ অনেক পরিমানে; ভারতবর্ষের ধনিক শ্রেণীর আজ্ঞাবহ সরকার শুধু ভারতের বুকেই পুঁজিবাদ কায়েম করিতে ব্যস্ত নহে, সমগ্র প্রাচ্যের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবে সে আগাইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের বুক হইতে ধনতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পারপ্রেক্ষিতেই আমাদের কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে; ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই আর বিশ্বের সমাজতন্ত্রী শিবিরকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে জোরদার করিবার লড়াই এক সূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে—ইহাই হইল সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার একমাত্র প্রত্যুত্তর।

ত্রুটী স্বীকার

দুর্গা পূজা এবং ঈদ্ উপলক্ষ্যে প্রেস অনেক দিন বন্ধ থাকায় আমাদের ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫ই অক্টোবরে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তাই এই সংখ্যা প্রকাশের দেরীর জন্য যদিও সম্পাদক মণ্ডলী দায়ী নহেন তবুও গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সাধারণ পাঠকদের কাছে সময়মত কাগজ পৌঁছাইয়া না দিতে পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত।

ম্যানেজার, গণদাবী

কংগ্রেস নেতৃত্বের বিপ্লব-বিরোধী রক্ষণশীল চরিত্র

বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এত চটপট নয়াদিল্লী ও অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীর গতানুগতিক সরকারী আবহাওয়ার মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিয়াছেন, এই ব্যাপারটা তাঁহারা যে শিক্ষাদীক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছেন, তাহা স্মরণ থাকিলেই বিশেষ বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে না। তাঁহারা বর্ত্তমানে যে সমস্ত বাংলোতে প্রসাদে বাস করেন, সেখানে কোনও রূপ পরিবর্ত্তনই নজরে পড়ে না। ঝকঝকে তকমাদারী চাপরাশীবৃন্দ, ডিনার টেবিলের ভূরি ভোজন, ঘন ঘন পার্টির ঘটা, সমস্তই আজও অবিকল বৃটীশ আমলের মত রহিয়া গিয়াছে।

বিদেশী শাসকবৃন্দের, যাহাদের কেবল শাসন ছাড়া জনগণের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে অন্য কোন সম্পর্কই ছিলনা তাহাদের অবশ্যই শাসন পরিচালনা ব্যাপারে সামরিক অসামরিক সব বিভাগেই এই জাঁকজমক ধুমধাম বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। কর্ত্তৃত্ব জাহির করিবার জন্যই বাহিরের এই আড়ম্বর দ্বারা জনসাধারণকে তাক্ লাগাইয়া তাহারা সরকারী ভাবে সম্মান আদায় করিতে চাহিতেন।

কিন্তু এখন কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থায় দরিদ্র দেশবাসীর প্রতিনিধি স্থানিয়েরা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে যে জাকজমক ও সমারোহ দেখাইতেছেন তাহার কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র মনস্তাত্ত্বিকেরাই বোধ হয় এই অদ্ভুত মানসিক জটিলতার মূল নির্ণয় করিতে পারিবেন। আমাদের ধারনা ছিল জননেতাদের সম্ভ্রমের মর্য্যাদার পরিচয় বাহিরের কায়দা কানুন অপেক্ষা প্রকৃত কাজের দ্বারাই পাওয়া যায়।

বাহিরে যাইবার সময় আমাদের বিদেশের প্রতিনিধিগণ ছোট বড় সকলেই পাশ্চাত্য আদব কায়দা মাফিক একেবারে হাল ফ্যাশনের পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছদের বিপুল সম্ভারে প্রস্তুত না হইয়া রওনা হন না। যদিও সরকারী ভাবে বিশেষ করিয়া ভারতীয় পোষাকের নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে তথাপি টুপি, কামিজ, পাতলুন, ডিনার জ্যাকেট, পেটেন্ট লেদার সু কিছুই বাদ যায় না।

আমাদের প্রতিনিধিরা বিদেশে গিয়া আসবাব পত্র চেয়ার টেবিল বা অন্যান্য ফার্নিচারের কোনও বিশেষ ডিজাইন স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহা ফরমাস্ দিয়া অন্য দেশ হইতে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আবার ইহাও নাকি শুনা যায় যে কোন কূটনৈতিকের উপর এমনই গুরুভার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে যে, তাহা নাকিবহু মূল্য 'রোলস্ রয়েস্' গাড়ীতে চড়িয়া (যে গাড়ীর দাম অর্দ্ধ লক্ষ টাকার উপর) চলাফেরা না করিলে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। মদ্যপান কংগ্রেস আদর্শ বিরুদ্ধ কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি ও পদস্থেরা অনেকেই কেবল যে নিজেরা মদ্যপান করেন তাহাই নয় পার্টি জলসা মজলিসে পর্য্যন্ত তাহারা শুষ্ক ভারতের (Dry India) পক্ষ হইতে সুরা পরিবেশন করিয়া থাকেন। এমন কি স্বাধিনতা দিবসের ন্যায় পবিত্র দিনেও ইহার অন্যথা হয় না। বাহিরের শিক্ষিত ভারতীয়েরা বিদেশী হাবভাবের এমন অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে এইসব আদব কায়দাগুলি যে কত অসঙ্গতি পূর্ণ খাপছাড়া ইহা পর্য্যন্ত তাহাদের চোখে পড়ে না। পাশ্চাত্যে প্রাচুর্য্যের আবহাওয়াতেই সে দেশের লোকের পক্ষে হয়ত এই বিলাস এই সমারোহ সাজিতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে উহা চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা এই বাহ্যিক আড়ম্বরের আয়োজন করি কেন? সম্ভবতঃ লাঞ্ছিত ভারতের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য—ঠুনকো সম্ভ্রম জ্ঞান আমাদের।

বাহিরের এই আড়ম্বরের সমর্থনে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহা এই যে ব্যক্তিগত ভাবে সরল জীবন যাত্রায় আপত্তি নাই, (ব্যক্তির জীবন যাত্রা আর কত সরল হইতে পারে?) কিন্তু সমারোহের দ্বারা রাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষা যথারীতি করা চাই। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, এই বিরাট দেশে শাসন পরিচালনা তো আর মাটির চালার ঘরে বসিয়া চলে না। তাই বটে, সরকারী কাজ কুড়ে ঘরে চলিবে না। কিন্তু যাহারা এই রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি, যাহারই উপরে সমাজ দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারা যুগ যুগ ধরিয়া জরাজীর্ণ ভগ্ন কুটিরে বা ততোধিক নিকৃষ্ট সহরের নোংরা বস্তীতে বাস করিতে থাকুন, তাতে আপত্তি নাই। যে ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনকারী, মেহনতকারী জনগণ কেবল দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ভোগ করে আর ধনিক মালিক শ্রেণী বিনাশ্রমে সেই সম্পত্তির লভ্যাংশ ভোগ করে সেখানে উপরোক্ত ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করা হইবে ইহা মোটেই বিস্ময়কর নহে।

কোন দেশের বিপ্লব পরিচালনার ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের চরিত্র প্রধান অঙ্গ—ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করে। রাশিয়ার বিপ্লবেও তাহার দুই নেতার লেনিন ও ষ্ট্যালিনের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। সেইরূপ আমাদের দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠণ করিবার ব্যাপারেও কংগ্রেসী নেতৃত্বের চরিত্র ও ভাবধারা বহুল পরিমাণে দায়ী। যদি আমার বিশ্লেষণ আংশিক ভাবেও সত্য হয় তবে ইহা নিশ্চিত ভাবে সত্য যে বর্ত্তমান নেতৃত্ব কোন ক্রমেই ভারতবর্ষে এক নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে না।

বিপ্লবের পথেই একমাত্র নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে বিপ্লব-বিরোধী—রক্ষণশীল এবং গতানুগতিক। তাই এদের মধ্যে বিপ্লবী প্রেরণা, উৎসাহ ও বলিষ্ঠতার এত অভাব।

নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার কথা ছাড়াও বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ দেশের কোন সমস্যারই, তাহা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সরকারী শাসন ব্যবস্থার যে কোনও দিক দিয়াই হোক না কেন এতটুকুও সন্তোষজনক সমাধান করিতে সক্ষম নয়। অতীতের গতানুগতিকতার মোহে তাঁহারা এতই আচ্ছন্ন যে, নূতনভাবে

(৪র্থ পৃঃ দেখুন)

এই প্রবন্ধটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি **আচার্য্য কৃপালণীর** লেখা; সম্প্রতি দিল্লীর একটি পত্রিকায় ইহা ছাপা হইয়াছিল, আমরা তাহার অনুবাদ পুণর্মুদ্রন করিলাম। আচার্য্য কৃপালণী ভারতের খ্যাত এবং প্রাচীন কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে অন্যতম, তাঁহার কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ এবং কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা অন্য কোন কংগ্রেসী নেতা হইতে কিছুমাত্র কম নহে। পরন্তু তিনি বহুদিন সম্পাদক এবং সভাপতি রূপে কংগ্রেস পরিচালনা করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস ভারতের শাসণ ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে যে নীতি নিয়া চলিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যে নীতির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে কৃপালনির মত নিষ্ঠাবাদী কংগ্রেস নেতারও কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানাইতে হইয়াছে, এ স্থলে স্মরণ থাকিতে পারে যে তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের সভাপতি পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট মিশনের সাথে আপোষ রফার পর হইতে গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় কৃপালনিজী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে "কংগ্রেসী নেতৃত্ব আপোষ মুখী, বিপ্লব-বিরোধী এবং রক্ষণশীল।" তিনি আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে এই নেতৃত্বের দ্বারা দেশের কোন পরিবর্ত্তন এবং কোন নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই সম্ভব নহে।

আচার্য্য কৃপালনি বামপন্থা সমাজতন্ত্রী কিংবা সাম্যবাদী নহেন তিনি সুপরিচিত গান্ধীবাদী; তাই তাঁর এই কথাগুলি ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; কংগ্রেসী সরকারের যে কোন নীতি, অত্যাচারের প্রতিবাদ এমন কি সমালোচনা করিলেও বর্ত্তমান সরকার ও কংগ্রেসী নেতারা সমাককে (ব্যক্তিই হউক আর দলই হোক) 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। জনসাধারণের সমস্যার সমাধানের পরিবর্ত্তে শুধু যে আইনা আইন ও গুলি লাঠির জোরে জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখিতে কংগ্রেসী সরকার সচেষ্ট; কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতির কংগ্রেস সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চয়ই বাস্তব অবস্থার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সঃ গঃ

কমনওয়েলথ সম্মেলন—
নেহেরু সরকারের 'নিরপেক্ষতার' নমুনা

(১ম পৃঃ পর)

নেহেরু সরকারের ইঙ্গমার্কিন তোষণে ভারতবাসীর ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইবার হীন ষড়যন্ত্র

সাম্রাজ্যবাদী শোষণে দুর্দশাগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় প্রাচ্য আজ নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে; এশিয়ার বুক হইতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণকে চির তরে দূর করিবার জন্য। ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয় ও চীন, ব্রহ্মদেশ সর্বত্রই গণশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার দালাল দেশীয় পুঁজিপতিদের প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ভা ঙিয়া পড়িতেছে। বাকি শুধু ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। সুতরাং প্রাচ্যের এই দেশগুলির গণ-আন্দোলনগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের পুঁজিবাদী সরকারের সাহায্যের একান্ত দরকার। সে সাহায্য যেমন সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গমার্কিনের প্রয়োজন, পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রেরও তদনুরূপ দরকার কারণ ভারত র ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ভালভাবেই জানে তাহাকে জাগ্রত গণশক্তির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে বিশ্বপুঁজিবাদকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে. দেশে দেশে জাগ্রত গণশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে এবং সারা বিশ্বের গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শিবিরের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের প্রস্তুতিকে দ্রুতগতিতে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। একথা বোঝেন বলিয়াই যে পণ্ডিতজী একদিন স্পেনে ও চীনের দুর্দিনে মানবতার সাহায্যে আগাইয়া আসিতে কুণ্ঠিত হন নাই তিনিই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ভারত কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত।" সেই একই কারণে মালয়ের মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পত্রিকা, মালয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পিথিব ইঙ্গমার্কিন সুরে সুর মিলান পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র গণ-আন্দোলন দমনে সাহায্যার্থে গুর্খা সৈন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, ভারতীয় নৌ ও বিমান ঘাটি ব্যবহারের সুযোগ দেয় সাম্রাজ্যবাদীদের, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রী শিবিরের শ্রেষ্ঠ শক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নেপালে সামরিক ঘাটি গড়িতে দেয়। ভারতবর্ষ তাহার অবস্থানের জন্য প্রাচ্যের বুকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রী শক্তির মধ্যে শেষ শ্রেণী সংগ্রাম যাহা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ লইতে যাইতেছে তাহাতে ভারত যাহাতে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে পারে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে, তাহারই চেষ্টা চলিতেছে ইঙ্গমার্কিন নেতৃত্বে। ভারতীয় জাতীয় নেতারা মুখে নিরপেক্ষতার কথা বলিয়া ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইঙ্গমার্কিন তাবেদারীতে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। দরিদ্র ভারতবাসী সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিভৎসতা ও নিষ্ঠুরতা ভাল ভাবেই জানে। সুতরাং সে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে সাহায্য করিতে পারে না এ কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে ভাল ভাবে নেতাদের।

শোষিত শ্রেণী বাঁচিবার একমাত্র উপায়—ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ও গণরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা :—

ভারতবর্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিল কি থাকিল না তাহাতে মূল প্রশ্নের কোন পরিবর্তন হইবে না। জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং চীন আনুষ্ঠানিকভাবে ইঙ্গমার্কিন চক্রের সহিত সংযুক্ত নয় কিন্তু ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সেখানে কোটী কোটী লোককে মারা হইতেছে। ইতালী চীন, মিশর ইরান, তুরস্ক, গ্রীস, নেপাল, আফগানিস্থান কেহই বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত নহে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ঘাটী সেখানেও গাড়িয়া তুলা হইয়াছে। কেবলমাত্র ভয় দেখাইবার জন্য যে ইহাদিগকে তৈয়ারী করা হইয়াছে, যুদ্ধকালে তাহাদিগকে ব্যবহারে লাগান হইবে না নিশ্চয়ই কেহ এইরূপ বিশ্বাস করেন না। সুতরাং উপরোক্ত দেশগুলি কমনওয়েলথের মধ্যে না থাকিয়াও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মাতিয়া উঠিবে পুঁজিবাদীকে বাঁচাইয়া রাখিতে। ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের সেই ধর্মযুদ্ধে নিজেকে যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবে রাষ্ট্রের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করিতে। ফলে ভারতবাসী না চাহিলেও যুদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুগামী দুর্দশা, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ তাহার উপর নামিয়া আসিবে।

এই সম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে যে সাম্রাজ্যবাদী শিবির পৃথিবীর বুকে তাহার সংকট কাটাইবার জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামাইয়া আনিয়াছে তাহাকে দুর্বল করিতে হইবে। তাহার একমাত্র উপায় জাতীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিয়া শোষিতশ্রেণী উপশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র কায়েম করা এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে গণশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়া বিশ্ব গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শিবিরকে শক্তিশালী করিয়া তোলা।

ইহার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যসূচীর ভিত্তিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যা প্রসূত আন্দোলনকে বৃহত্তর সর্বভারতীয় আন্দোলনের দিকে চালিত করিতে হইবে, ভারতীয় পুঁজিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঘনিষ্ঠতরভাবে একত্রিত হইয়া বিপ্লবী সর্বহারা ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিতে হইবে। বর্তমানের ইহাই ঐতিহাসিক দাবী, জনসাধারণকেই এই দাবী পূরণে আগাইয়া আসিতে হইবে।

(তৃতীয় পৃঃ দেখুন)

'নবেম্বর বিপ্লব' দিবস উদযাপন সম্বন্ধে নির্দেশ।

আগামি 'নবেম্বর বিপ্লব দিবস' পালন সম্বন্ধে বিভিন্ন জেলা কমিটিগুলিকে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পঃ বঃ কমিটির নির্দেশ :—

আগামী ৭ই নবেম্বর 'নবেম্বর বিপ্লব' দিবস হিসাবে দুনিয়ার সাম্যবাদীদের কাছে পরিচিত; ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নবেম্বর বিপ্লব (অক্টোবর) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল, সফল বিপ্লব করিয়া পুঁজিবাদী দুনিয়ার একপ্রান্তে ফাটল ধরাইয়া সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান সুরু করিয়াছিল। তাই এই দিবসে দুনিয়ার সব দেশের শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সংকল্প নূতন ভাবে গ্রহন করে এবং রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা হইতে নিজেদের লড়াইয়ের কলা-কৌশল গ্রহণ করিয়া নেয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে এই দিবসের তাৎপর্য্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তাই সমস্ত জেলা কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা যেন এই দিবসে বিভিন্ন স্থানে সভা করিয়া নবেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য্য ও শিক্ষা কর্মীদের এবং দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। বিভিন্ন কলকারখানা ও শ্রমিক ব্যারাকে, কৃষক পল্লীতে ও পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা সভা, কাগজ পুস্তিকা প্রচার এবং সম্ভব হইলে জনসভা ও শোভাযাত্রার মারফত এই দিবস পালন করিতে হইবে।

—প্রমোদ দাশগুপ্ত
প্রাদেশিক সম্পাদক।

কলিকাতা জেলা কমিটি

কলিকাতা জেলা কমিটি কর্তৃক ৭ই নবেম্বর সকাল ৮ ঘটিকায় এস ইউ সির অফিসে (১ একসিবিসান রোডে) লাল পতাকা উত্তোলন এবং কর্মীসভা হইবে; সমস্ত সভ্য, কর্মী এবং সহযোগীদের সভায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

—প্রীতিশ চন্দ
(জেলা কমিটি)
সম্পাদক

গণদাবীর 'নবেম্বর বিপ্লব' বিশেষ সংখ্যা

গণদাবীর আগামী ১৫ই নভেম্বর সংখ্যাকে নভেম্বর বিপ্লবের বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হইবে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নভেম্বর মাসে (অক্টোবর) সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল হইয়াছিল; রুশ বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল করিয়া রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী নিজ দেশে দক্ষতার সহিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দুনিয়ার গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পথ নির্দেশ দিতেছে। আমাদের দেশের বর্তমান বুর্জোয়া শাসনের ও শোষণের হাত হইতে জনসাধারণকে মুক্তির ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তাহা রুশ বিপ্লব বিশেষ শিক্ষা দিবে। সেই জন্যই এই বিশেষ সংখ্যায় অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য্য তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, দেশের বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব, মার্কসবাদীদের লড়াইয়ের কলা কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকিবে। অন্যান্য দেশের বিশেষ করিয়া সোভিয়েত রাশিয়ায় এই দিবসে অনুষ্ঠিত সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের খবরও এই সংখ্যায় বাহির হইবে।

তাই এই সংখ্যাটিকে—

* বিশেষ ভাবে প্রচারের জন্য সমস্ত সভ্যগণকে জানান যাইতেছে।
* গ্রাহকদিগকে এই সংখ্যা বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ম্যানেজার, গণদাবী

সম্পাদক- প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক আর্ট প্রেস, ২০ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—কার্যালয় : ১-এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১৭